facebook.com/Aajkaal

আজকাল

www.aajkaal.in

রাজ্য

তরুণীকে খুন, গ্রেপ্তার সস্ত্রীক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

২

রাজ্য

এবার প্রবীণদের সম্পত্তি করে ছাড়

৪

কলকাতা ৩ ফাল্গুন ১৪২৪ শুক্রবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শহর সংস্করণ * *

৪.০০ টাকা ১২ পাতা

১১,৫০০ কোটি লুঠে পগার পার! টনক নড়েনি কেন্দ্রের

মোদি রবে নীরবে!

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জালিয়াত নীরব মোদি (চিহ্নিত)। দাভোসে, ২৪ জানুয়ারি। ছবি: এএফপি

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি

লোকে এখনই তাঁকে বলছে ‘ছোটা মোদি’। তার কারণ, দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন চলার সময় একটি দলবদ্ধ ছবিতে বড় মোদির সঙ্গে তাঁরও ছবি। রাষ্ট্রায়ত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ঘাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ফেরার নীরব মোদি। ডিজাইনার হীরের গয়নার ব্যবসায়ী মোদি দেশ ছেড়েছেন সিবিআই তাঁর নামে এফআইআর করার ঠিক আগে। ফলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো বিরোধী রাজনীতিকেরা প্রশ্ন তুলছেন, আর এক ঋণখেলাপি জালিয়াত ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়ার মতো নীরব মোদির দেশ ছাড়ার ব্যাপারেও সরকার কিছু জানত না, এও কি হতে পারে! বড় এবং ছোট, দুই মোদি দলবদ্ধ ছবিতে আরও অনেকের সঙ্গে আছেন, থাকতেই পারেন— এমন যুক্তিও ধোপে টিকছে না। কারণ, শোনা যাচ্ছে, দাভোসে নীরব এবং তাঁর ভাই নিশালের সঙ্গে নাকি একান্তে বৈঠকও করেছেন নরেন্দ্র মোদি। এই নিশাল মোদি আবার আম্বানি ভাইয়েদের ভাগনি-জামাই। মোদি-ঘনিষ্ঠ মুকেশ আম্বানির ভরসার লোক। আর তার থেকেও বড় কথা, সরকারি ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারপত্র দেখিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে গত ৬ বছর ধরে নির্ভাবনায় হীরে কেনাবেচা চালিয়ে যাওয়া, ইচ্ছেমতো বিদেশি মুদ্রা ধার করা নিয়ে নীরব মোদির নামে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছিল ২০১৬ সালের জুলাই মাসে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বৈঠক চলার সময় প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি দেখা গেছে নীরবকে। লক্ষ্মীবারের সকাল থেকে ফেরার হীরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির বাড়ি, বিভিন্ন শোরুম এবং একাধিক দপ্তরে তল্লাশি করেছে ইডি। মুম্বইয়ের কুরলায় মোদির বাড়ি-সহ ৯টি ঠিকানায় দফায় দফায় তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশি হয়েছে কালা ঘোড়া এলাকায় নীরব মোদি ব্যান্ডের ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে। দিল্লির চাণক্যপুরী, ডিফেন্স কলোনির শোরুমে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সর্গবে জানিয়েছেন, নীরব মোদির ১৩০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। সেই সঙ্গে ৫১০০ কোটি টাকার সোনা, হীরে এবং গহনা। এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না, বলেছেন প্রসাদ। তার আগেই কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রশ্ন তুলেছেন, অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ‘ছোটা মোদি’র এই বৃহত্তম ব্যাঙ্ক লুঠ সম্পর্কে চুপ করে বসেছিল কেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর? অর্থ মন্ত্রক? কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক? রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ? নীরব মোদি ২০১১ সালে, অর্থাৎ ইউপিএ জমানায় জালিয়াতি শুরু করেছিলেন বলে কংগ্রেসের ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করলে হবে না, বিজেপি-কে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

কে বাঁচাল?

২০১৬ জুলাইয়েই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ নীরব মোদি, মেহুল চোকসি সম্পর্কে। দু’জনেই ফেরার হতে পারে, জানানো হয়েছিল। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই সপরিবার দেশ ছাড়েন নীরব। ২৩ জানুয়ারি দাভোসের সভায় দুই মোদি এক গ্রুপ-ছবিতে। ৩১ জানুয়ারি পিএনবি-র অভিযোগে নীরবের নামে সিবিআই এফআইআর।

সিবিআইয়ের সূত্র বলছে, ৪৮ বছরের নীরব মোদি, তাঁর স্ত্রী, ভাই নিশাল এবং মামা মেহুল চোকসি পিএনবি-র কয়েকজন কর্তাকে কাজে লাগিয়ে ‘লেটার অফ আন্ডারটেকিং’ আদায় করেন। যার অর্থ গ্রাহকের ঋণ সুদসমেত শোধ দেওয়ার নিঃশর্ত অঙ্গীকার। ওই ধরনের অঙ্গীকারপত্রের সুবাদে সহজে দেশীয় ব্যাঙ্ক থেকে বিদেশি মুদ্রায় ঋণ পেতে পারেন কোনও ব্যবসায়ী। সিবিআইয়ের খবর, এই জানুয়ারিতেই মোট ৮টি ‘লেটার অফ আন্ডারটেকিং’ পেয়েছিলেন নীরব মোদি, যার কোনও প্রামাণ্য নথি নেই। এত জালিয়াতির পরেও নীরব মোদির সংস্থা থেকে নতুন করে ঋণের আবেদন করা হয়। তাতেই এই ব্যাপক জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসে। ঋণদানের ক্ষেত্রে ‘লেটার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ নিয়ে গ্যারান্টি চান ব্যাঙ্ককর্তারা। মোদির সংস্থার তরফে জানানো হয় যে, আগেও ওরা ‘লেটার অফ আন্ডারটেকিং’ পেয়েছে। কীভাবে? খতিয়ে দেখা শুরু করেন কর্তৃপক্ষ। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়ে!

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল মেহতা বলেছেন, মুম্বইয়ের ফাউন্টেন শাখার কিছু কর্মীর জড়িয়ে থাকার কথা জানতে পেরে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষই সিবিআই-কে জানায় ২৯ জানুয়ারি। সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যখন নীরব মোদির শোরুম, বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে হানা দিতে শুরু করেছে, ততক্ষণে অবশ্য নীরব মোদি, তাঁর পরিবার, মেহুল চোকসিরা সকলেই দেশ ছেড়ে উধাও। ‘গীতাঞ্জলি’, ‘জিলি’, ‘নক্ষত্র’র মতো বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের মালিক এই মেহুল চোকসি।

নীরবেই জালিয়াতি

আজকালের প্রতিবেদন

জালিয়াতিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, কিন্তু নীরবে। ক্ষমতা ও অর্থের সর্বোচ্চ স্তরে যোগাযোগ, কিন্তু নিভৃতে। এফআইআর হওয়ার আগে নিঃশব্দে দেশ ছেড়েছেন, কিন্তু দাভোসে অর্থনৈতিক মহাসম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশেই তিনি। ওদিকে রিলায়েন্স কুলপতি মুকেশ আম্বানি হলেন নীরবের বেয়াই। তাঁর ছোটভাই নিশাল মোদি আম্বানিদের ভাগনিজামাই। মুকেশ-অনিলের বোন দীপ্তি সালগাওকারের মেয়ে ঈশিতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নিশালের। দাভোসে নীরব এবং নিশালের সঙ্গে নরেন্দ্রভাইয়ের একান্ত বৈঠকের খবরেও ক্ষমতার অলিন্দ এখন আমোদিত। ভারতীয় বিত্তবানদের তালিকায় হীরের গহনা ব্যবসায়ী নীরব মোদি আছেন ৮৫ নম্বরে। ২০১৩ সালে ফোর্বস পত্রিকার বিলিওনেয়ারদের তালিকায় নাম উঠলেও ১৭৩ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল সম্পত্তির মালিক, ৪৮ বছরের নীরব আন্তর্জাতিক অবস্থানে ১২৩৪-তম। কিন্তু হলিউডের তাবড় তারকাদের সঙ্গে তাঁর শোয়াবসা। নিউ ইয়র্কে তাঁর ফ্যাশন জুয়েলারির দোকানের উদ্বোধনে আসেন নাওমি ওয়াটস্-এর মতো ডাকসাইটে সুন্দরী অভিনেত্রীরা। সেই সব দোকানও কোনও হেঁজিপেঁজি এলাকায় নয়। নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ, লন্ডনের বন্ড স্ট্রিটের মতো মহার্ঘ ফ্যাশনেবল পাড়ায়। সদর্প উপস্থিতিতে পড়শি ব্যবসায়ীদের ঈর্ষার কারণ। ক্রমশ হীরের গহনায় নামজাদা আন্তর্জাতিক ‘ব্র্যান্ড’। কার্তিয়েরের মতো তাঁর নকশা করা গহনা অস্কার, বা গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের আসরে নজর কাড়তে শুরু করেছে। ইউরোপীয় নান্দনিকতার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশৈলী এবং কারুকৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে তাক লাগানোর পাশাপাশি অত্যন্ত ভারতীয়, অতীব আটপৌরে কিছু মূল্যবোধ গহনা ব্যবসায় এনেছেন নীরব। যেমন সপ্তাহে সাতদিনই তাঁর গহনার দোকান খোলা। রবিবারেও। নীরবের যুক্তি, ওই একটা ছুটির দিনই স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বেরোতে পারেন। এদিকে অভিযোগ, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে দিয়ে কাজ করিয়ে পুরো টাকা দেননি। নীরব মোদির জুয়েলারির ব্র্যান্ড-দূত প্রিয়াঙ্কা মামলা ঠুকেছেন। হীরে ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান নীরবের বড় হয়ে ওঠা প্রথমে মুম্বইয়ের পেডার রোডের গ্রসভেনর হাউসে, পরে অ্যান্টওয়ার্পে, বেলজিয়ামের যে শহর সারা বিশ্বের হীরে ব্যবসার রাজধানী হিসেবে পরিচিত। বিখ্যাত হোয়ার্টন স্কুলে পড়তে পড়তে ছেড়ে দেন। ১৯ বছর বয়সে ভারতে ফিরে এসে কাকার তদারকিতে হীরের ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৯৯ সালে নিজে হীরে কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করেন। কোম্পানির নাম প্রথমে ছিল ‘ফায়ারস্টোন’, এখন ‘ফায়ারস্টার’, যার বাজারদর ২৩০ কোটি ডলার। ২০১০ সালে শুরু করেন নীরব মোদি ব্র্যান্ড, দিল্লিতেই ১৬টা স্টোর। ডিফেন্স কলোনিতে প্রথম দোকান ঝাঁপ খুলেছিল যদিও মাত্র তিন বছর আগে। এ ছাড়া নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, হংকং এবং ম্যাকাও-তে। মুম্বইতে একটিই নীরব মোদি স্টোর, কালা ঘোড়া এলাকায়, যেটি তাঁর ব্যবসার সদর দপ্তরও বটে। নীরবের নিজেরও স্থায়ী ঠিকানা মুম্বই। স্ত্রী এমি, তিন ছেলেমেয়ে। পিএনবি জালিয়াতি মামলায় এমি-ও অন্যতম অভিযুক্ত।

মমতা: ব্যাঙ্কের টাকা লোপাটের ষড়যন্ত্র

অমিতাভ সিরাজ

বেলপাহাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি

দিল্লির মোদি সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলে এসেও কড়া ভাষায় সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। দেশ জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের নিন্দা করে মমতা আজ এখানে বলেছেন, ‘একের পর এক ছলচাতুরি করে মানুষের সর্বনাশ করছে বিজেপি সরকার। আমরা যেখানে গরিব মানুষের উন্নতিতে নানা প্রকল্প নিচ্ছি। সেখানে ওঁরা বাংলার মানুষ ভালো থাকুক, শান্তিতে থাকুক চায় না।’ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ‘এফআরডিআই’ বিল নিয়ে এদিনও সরব হয়েছেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে মানুষ। সেই গচ্ছিত ধন লোপাটের চক্রান্ত এটা। আমি ওই বিল প্রত্যাহারের চিঠি দিয়েছি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে।’ মমতা জানিয়েছেন, চিঠি পেয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, কিন্তু জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রের অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। মমতা বলেন, ‘আমাকে বলা হয়েছে কিছু হবে না। কিন্তু জনগণের টাকা এভাবে হজম করা চলবে না।’

এদিন বেলপাহাড়িতে জঙ্গলমহলের অজস্র উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তাঁর ভাষণে গোটা দেশের পরিস্থিতির প্রসঙ্গ পেড়ে বলেন, ‘নানারকম ছলচাতুরি চলছে। গ্যাস, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। সামনে ভোট আসছে পশ্চিমবঙ্গে। এখানেও তাই অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে।’ এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে দার্জিলিঙে গন্ডগোলের কথাও মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর গুরুতর অভিযোগ, ‘এই অশান্তির পিছনে কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোটবন্দি সিদ্ধান্তের পর থেকেই তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন মমতা।

> মানুষের টাকা মানুষ যেন পায়। এই গচ্ছিত টাকা চুরি করে কেউ পালাবে তা হতে দেব না। এই কেলেঙ্কারির তদন্ত চাই। না হলে আমি ছাড়ব না। সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা কে তুলেছে, কে পেয়েছে, কোথায় গেল, কার সোনা কে নিয়েছে, তার তদন্ত হওয়া চাই। এটা জনগণের টাকা। মানুষ যেন পায়।
>
> মমতা ব্যানার্জি

তার পর জনবিরোধী বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করতে থাকেন তিনি। এদিনও তার জের টেনে মমতা বলেছেন, ‘ওঁদের একদম ভোট দেবেন না। আমাদের সরকারের কাজ আপনারা দেখছেন। রাজ্যের শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ আজ সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন।’ কেন্দ্রের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানার প্রসঙ্গও টেনেছেন তিনি। বলেছেন, ‘বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র কেটে নিচ্ছে। ওদের (বামফ্রন্ট) দায় আমাদের ঘাড়েই চেপেছে। জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, বোঝা চাপাচ্ছে দিল্লির সরকার। কেরোসিন, গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে আছি সবসময়।’

বেলপাহাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

শান্তি পাল

২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩ - ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

জানি না বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না এ আজিকার মুছে ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পীকবি।

লহ প্রণাম
সমগ্র পাল পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ
এবং
Palsons Group - এর সদস্যবৃন্দ